নবরাত্রির তাৎপর্য

Divine টি divineশ্বরিক রাত তিনটি দিনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যার প্রত্যেকটি মা দুর্গার পূজার জন্য নিবেদিত- বীরত্বের দেবী, মা লক্ষ্মী- সম্পদের দেবী এবং মা সরস্বতী- জ্ঞানের দেবী। 08 অক্টোবর উদযাপিত দশম দিনটি বিজয় দশমী (বিজয় মানে বিজয় এবং দশ মানে দশ) নামে পরিচিত, মায়ের উপাসনা করা, জপ করা এবং প্রার্থনা করা মাকে আমাদের প্রতি দয়া করার জন্য ধন্যবাদ এবং আমাদের বিজয় উদযাপন করা। আমাদের শত্রুদের উপর, যা আমাদের নিজেদের মধ্যে রয়েছে একজনের জীবনের স্টক নিতে এবং একজন ভাল, প্রেমময় এবং যত্নশীল ব্যক্তি হওয়ার জন্য এই 10 দিনের পূর্ণ ব্যবহার করা উচিত।

ধর্মীয়ভাবে কাল পর্যবেক্ষণ করা এবং মা দুর্গা আমাদের বারবার জন্ম, বার্ধক্য, রোগ এবং মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের মুক্তি এবং মুক্তি চান না তার মানে এই যে এটি একটি ধর্মীয় পালন এবং যাই হোক না কেন আমাদের কোন উপকারে আসবে না। দুর্গা শব্দটি দুর্গ শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ কারাগার। অতএব দুর্গা নামটি সেই মহান ব্যক্তিত্বকে বোঝায় যিনি এই গ্রহের প্রতিটি মানুষের কর্মের দায়িত্বে এবং নিয়ন্ত্রক। তাই মায়ের কাছে আমাদের প্রার্থনা এই হওয়া উচিত যে তিনি আমাদের এই কারাগার থেকে মুক্ত করেন যাতে আমাদের ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, গডহেডে ফিরে যেতে।

তাকে একজন কারাগারের ওয়ার্ডেনের সাথে তুলনা করা হয় যিনি সেই ব্যক্তিকে প্যারোলের সুপারিশ করবেন যিনি তার অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন এবং একটি উন্নত জীবনযাপনের জন্য সংশোধন করেছেন। শুধুমাত্র মায়ের অনুগ্রহ এবং করুণার মাধ্যমেই একজন বাবাকে ভালবাসতে শিখতে পারে। শ্রীমতি রাধারাণীর দয়ার মাধ্যমেই কেউ কৃষ্ণকে ভালবাসতে পারে। প্রত্যেক হিন্দুর কাছে আমার বিনীত আবেদন হল আমরা যেন ধর্মের growর্ধ্বে উঠি এবং কিছু অপ্রয়োজনীয় অভ্যাসের প্রতিকার করি যা বিধবাদের অবনতি করে এবং হেয় করে। আসুন আমরা জানি যে তাদের কোন দোষ নেই যে তারা বিধবা হয়েছে এবং তাদের আগের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন চালিয়ে যেতে দেওয়া উচিত। তাদের সকল ধর্মীয় অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত যেমনটা তারা সমাজে বহিষ্কৃতদের মত করে না।

এটা সেই সময় যখন পুরুষরা উঠে দাঁড়ায় এবং বিধবাদের প্রতি এই অন্যায় বন্ধ করে দেয়। আপনার সদা শুভাকাঙ্ক্ষী পণ্ডিতজি *শ্রী ব্রাহ্ম সংহিতা পাঠ 44 *শ্রুতি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তি একা ছায়েভা যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা chanচানুরূপম অপি যাস্য সিএস্টেট সা গোবিন্দম আদি-পুরুষম তম অহম ভজনমী তম অহম ভজেনসি * সিটি শক্তির ছায়ার প্রকৃতি, সমস্ত মানুষ দুর্গা হিসাবে পূজা করে, এই জাগতিক জগতের সৃষ্টি, সংরক্ষণ এবং ধ্বংসকারী সংস্থা। দুর্গা যে নিজের ইচ্ছায় পরিচালনা করেন সেই অনুসারে আমি আদিম প্রভু গোবিন্দকে প্রণাম করি। ” (শ্রী ব্রহ্ম সংহিতা/ভক্তিবেদান্ত বেদবেস)* প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ব্রহ্ম সংহিতার এই শ্লোকের উদ্দেশ্য, বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

স্বামীজী ব্যাখ্যা করেছেন যে বস্তুগত মহাবিশ্ব আত্মার জন্য একটি কারাগারের মত। এই কারাগারের রক্ষক হলেন দুর্গা। দুর্গা সৃষ্টির চিরন্তন নারী নীতি এবং তিনি সেই শক্তিরূপে উদ্ভাসিত হন যা আধ্যাত্মিক আত্মাকে বস্তুগত দেহের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, যা তাদের কর্মকর্মকে চিরস্থায়ী করে এবং তাদের আধ্যাত্মিক পরিচয় ফিরে পাওয়ার পরিবর্তে বস্তুগত দেহে জন্মের পর জন্ম নিতে বাধ্য করে। কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে এটি দুর্গাকে শয়তানের (শনিদেব) অনুরূপ একটি মন্দ দেবী বানিয়েছে, যারা আত্মাকে তাদের আধ্যাত্মিক পথ ত্যাগ করে অন্ধকার দিকে মোড় নিতে প্ররোচিত করে। দুর্গা অবশ্য বৈদিক traditionতিহ্যে পূজিত দেবতা। তিনি ভগবান শিবের স্ত্রী পার্বতী রূপে অন্য রূপে আবির্ভূত হন। বস্তুগত সৃষ্টির সাময়িক অস্তিত্ব এবং অনন্ত আধ্যাত্মিক মহাবিশ্বে দুর্গা এবং ভগবান শিব উভয়েরই তাদের ভূমিকা রয়েছে। তিনি সকল দেবীর উৎস এবং মহাবিশ্বের একজন মা। তিনি Godশ্বরের একজন বিশুদ্ধ ভক্তও।

আত্মাকে বিভ্রান্ত করার জন্য তার কারণগুলি enশ্বরের প্রতি vyর্ষা বা বিদ্রোহের বাইরে নয়, যেমনটি শয়তানের সাথে, কিন্তু এটি divineশ্বরের willশ্বরিক ইচ্ছা যে বৈশ্বিক মহাবিশ্বের মধ্যে দ্বৈততা বজায় রাখার জন্য একটি নীতি রয়েছে যা একটি আত্মাকে তাদের divineশ্বরকে গ্রহণ করতে দেয় আধ্যাত্মিক শক্তি, অথবা শয়তানের অন্ধকার পথ অবলম্বন করা যাতে কথা বলা যায় এবং বিভিন্ন দেহের অভিজ্ঞতা হয়। দুর্গা Godশ্বরের আরেক নাম গোবিন্দের কাছ থেকে আদেশ নেয় এবং যখন গোবিন্দ পরম সত্যের একজন গুরুতর অন্বেষকের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে চায়, তখন দুর্গা তার ফেলে আসা মায়ার পর্দা তুলে নেবে। দশা মহাবিদ্যা নামে পরিচিত দশ দেবীর মধ্যে দুর্গা তার রূপ বিস্তৃত করেন। পূর্ব ও পশ্চিমা সংস্কৃতিতে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন হিংস্র দেবী কালী। তার রূপের বিপরীতে, কালীকে কালী মা-মাও বলা হয় যার অর্থ মা, কারণ কালী শক্তি বা সৃষ্টির নারী শক্তি।

অন্যান্য দেবী হলেন তারা, ললিতাল-ত্রিপুরসুন্দরী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী, কমলা এবং চিন্নামস্তা, যার মাথা বিচ্ছিন্ন। এই দেবতাদের অনেকেরই divশ্বরত্বের পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্বেষপূর্ণ রূপ রয়েছে, কিন্তু তাদের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য এবং কার্যকলাপ পরম সত্যের সাথে তাদের divineশ্বরিক সংযোগের প্রতিনিধিত্ব করে। উদাহরণস্বরূপ, ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্-ভাগবতম একটি গল্প বলে যে কিভাবে জাদা ভারত নামে গোবিন্দ ভক্তকে ভদ্র কালী নামক কালী দেবতার পূজারীরা অপহরণ করেছিল। তারা কালীর সন্তুষ্টির জন্য ভক্তকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল, কালীও গোবিন্দ ভক্ত তা বুঝতে না পেরে।

দেবতা থেকে কালী তার রূপে আবির্ভূত হন এবং দুর্বৃত্ত অনুসারীদের হত্যা করেন। কালী অসুরদের একজন বধকারী এবং devoteesশ্বরের ভক্তদের রক্ষক। যদিও তিনি মায়া দ্বারা সমস্ত আত্মাকে ফাঁদে ফেলেন, যারা তাদের আধ্যাত্মিক পরিচয় পুনরায় দাবি করতে চান তাদের জন্য দুর্গা আত্ম-উপলব্ধির পথেও সুরক্ষা এবং সহায়তা করবে। এবং যেহেতু তিনি সেই শক্তি যা সমগ্র মহাবিশ্বের জন্ম দেয় তাকেই সকলের মা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভক্তসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ উপরিউক্ত শ্লোকের উদ্দেশ্যে বলেছেন: *"দুর্গা, এই জাগতিক জগতের লোকেরা পূজা করে, উপরে বর্ণিত দুর্গা। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে উল্লেখিত আধ্যাত্মিক দুর্গা, যা পরম প্রভুর আধ্যাত্মিক রাজ্যের বাহ্যিক আবরণ, তিনি কৃষ্ণের অনন্ত দাসী এবং অতএব, অতীত বাস্তবতা যার ছায়া, এই বিশ্বের দুর্গা, এই জাগতিক কাজ করে দুনিয়া তার দাসী হিসাবে।

মায়ের একটি সুন্দর দেবতা মন্দিরের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং তার সুন্দর রূপকে ঘিরে রাখার সময় traditionalতিহ্যবাহী গরবা নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গা দেবী হলেন কৃষ্ণের শক্তি প্রদানকারী বাহ্যিক আনন্দ। জীবের সত্তাকে এই বস্তুগত জগতের মায়াজালে আটকে রাখা তার কর্তব্য, যখন তারা তার জন্য তাদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের চাহিদা প্রদান করে। মায়ের রূপের চারপাশে নাচানো বারবার জন্ম -মৃত্যুর স্মরণ করিয়ে দেয়, যতদিন আমরা জন্ম, বার্ধক্য, রোগ এবং মৃত্যুর এই অবিরাম চক্রের মধ্যে আটকে থাকি ততক্ষণ আমাদের সহ্য করতে হবে। অন্যদিকে, যদি আমরা তার কাছে আমাদের এই বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য প্রার্থনা করি, তাহলে তিনি অনুগ্রহ করে তার আকাঙ্ক্ষীদের উপর এমন একটি বর দান করবেন কারণ তিনি আমাদের কর্মের রক্ষক এবং নিয়ন্ত্রক।

তিনি আমাদের মৃত্যুর সময় এই পৃথিবী থেকে আমাদের একটি মুক্ত প্যাসেজ বা প্যারোলের প্রস্তাব দিতে পারেন যদি আমরা এমন একটি জীবন যাপন করি যা প্রতিটি জীবের প্রতি যোগ্য, ভাল, প্রেমময় এবং সদয়। একজন আমাদের মায়ের কাছে প্রার্থনা করেন যে আমাদের দোষগুলো দূর করুন এবং ধ্বংস করুন এবং আমাদেরকে "ভাল মানুষ" হতে সাহায্য করুন যাতে আমরা স্বাভাবিকভাবেই divineশ্বরিক সত্তা হতে পারি। আমরা জানতে পারি যে, মা আমাদেরকে ভালো এবং মহৎ গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করবে এবং এই ধরনের আত্মাদের উন্নতি করতে তাঁর পবিত্র নাম জপ করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করবে। নবরাত্রির ১ ম - day য় দিন নবরাত্রার প্রথম দিন, বাড়ির পুজোর ঘরে তাজা মাটির একটি ছোট খাট তৈরি করা হয় এবং তাতে যবের বীজ বপন করা হয়।

দশম দিনে, অঙ্কুরগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় 3 - 5 ইঞ্চি। পুজোর পর এই চারাগুলো টেনে বের করে মায়ের কাছ থেকে আশীর্বাদ বা মহাপ্রসাদ হিসেবে ভক্তদের দেওয়া হয়। এই প্রাথমিক দিনগুলি শক্তি এবং শক্তির দেবী দুর্গা মাকে উত্সর্গীকৃত। প্রতিটি দিন দুর্গার ভিন্ন রূপে উৎসর্গ করা হয়। কুমারী, যা মেয়েকে বোঝায়, উৎসবের প্রথম দিনে পূজা করা হয়। পার্বতী, যিনি একজন তরুণীর মূর্ত প্রতীক, দ্বিতীয় দিনে পূজা করা হয়। দেবী দুর্গার ধ্বংসাত্মক দিকগুলি সমস্ত অশুভ প্রবণতার উপর জয়লাভের অঙ্গীকারের প্রতীক। অতএব, নবরাত্রির তৃতীয় দিনে, দেবী কালীর পূজা করা হয়, যিনি সেই মহিলার প্রতিনিধিত্ব করেন যিনি পরিপক্কতার পর্যায়ে পৌঁছেছেন। যিনি ধ্বংস করতে পারেন কিন্তু বাঁচাতে পারেন, সেই প্রার্থীকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। মাকে একটি আধুনিক অ্যান্টি-বায়োটিক ড্রাগের সাথে তুলনা করা হয় যা অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে ইনজেকশনের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া এবং জীবাণু ধ্বংস করে যা ক্ষতি করে কিন্তু ব্যক্তিকে পুরোপুরি রেন্ডার করে। তিনি দয়ালু কিন্তু দৃ firm় এবং আমাদের কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থির। চতুর্থ - Nav ষ্ঠ দিন নবরাত্রির এই দিনগুলিতে, শান্তি ও সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মী মা পূজা করা হয়।

পঞ্চম দিনটি ললিতা পঞ্চমী নামে পরিচিত এবং বিশেষ করে অধ্যয়নরত শিশুদের সমস্ত বই, কলম এবং সাহিত্য মন্দির বা পূজার ঘরে রাখা হয় এবং জ্ঞান ও শিল্পের দেবী সরস্বতী মাকে ডাকার জন্য একটি প্রদীপ জ্বালানো হয়। এই বইগুলি ছাত্র দ্বারা স্পর্শ করা হয় না। যখন একজন ব্যক্তি অহং, ক্রোধ, লালসা এবং অন্যান্য প্রাণী প্রবৃত্তির মন্দ প্রবণতার উপর জয়লাভ করে, তখন সে একটি শূন্যতা অনুভব করে। এই শূন্যতা আধ্যাত্মিক সম্পদে ভরা। এই উদ্দেশ্যে, ব্যক্তি সমস্ত বস্তুবাদী, আধ্যাত্মিক সম্পদ এবং সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য দেবী লক্ষ্মীর কাছে যান।

এই কারণেই নবরাত্রির চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দিন সমৃদ্ধি ও শান্তির দেবী লক্ষ্মীর আরাধনায় নিবেদিত। যদিও ব্যক্তি মন্দ প্রবণতা এবং সম্পদের উপর বিজয় অর্জন করেছে, তবুও সে প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত।

প্রতিদিন 9 টি রঙের তালিকা এবং তাদের তাৎপর্য

দেবী দুর্গাকে বরণ করার জন্য নয় দিনের উৎসব 17 ই অক্টোবর থেকে শুরু হবে এবং বিজয়াদশমীর সাথে 26 অক্টোবর শেষ হবে।

উপাসকরা দেবী দুর্গার কাছে টানা নয় দিন প্রার্থনা করেন। দেবী দুর্গার নয়টি রূপ হল - শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিনী, চন্দ্রঘণ্টা, কুশমণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী এবং সিদ্ধিদাত্রী।

ইতিহাস অনুযায়ী প্রতিদিন নয়টি দিন দেবী দুর্গার প্রতি উৎসর্গকৃত নয়টি রঙের তাৎপর্য বহন করে।

প্রথম দিন - লাল

এই দিনটি প্রতিপদ নামে পরিচিত, পার্বতীর অবতার শৈলপুত্রীর সাথে যুক্ত। শৈলপুত্রীকে মহাকালীর প্রত্যক্ষ অবতার বলে মনে করা হয়। দিনের রঙ লাল, যা শক্তি, শান্তি এবং শান্তির প্রতিনিধিত্ব করে।

দ্বিতীয় দিন -নীল

দ্বীতিয়ায়, পার্বতীর আরেক অবতার দেবী ব্রহ্মচারিনীকে পূজা করা হয়। খালি পায়ে হাঁটা এবং তার হাতে একটি জপমালা এবং কমণ্ডল ধারণ করে দেখানো হয়েছে, পার্বতী আনন্দ এবং শান্তির প্রতীক। নীল রঙ প্রশান্তি কিন্তু শক্তিশালী শক্তিকে চিত্রিত করে।

দিন 3 - হলুদ

ত্রিতিয়া চন্দ্রঘণ্টের পূজার স্মারক, এই নাম থেকে উদ্ভূত যে শিবকে বিয়ে করার পর পার্বতী অর্ধচন্দ্র দিয়ে তার কপাল শোভিত করেছিলেন। তিনি সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক এবং বীরত্বের প্রতীকও। হলুদ হল তৃতীয় দিনের রঙ, যা একটি প্রাণবন্ত রঙ এবং প্রত্যেকের মেজাজকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

চতুর্থ দিন - সবুজ

চতুর্থী দেবী কুশমণ্ডাকে স্মরণ করে। দেবী কুশমণ্ডা পৃথিবীতে গাছপালার সমৃদ্ধির সাথে যুক্ত এবং তাই দিনের রঙ সবুজ। তাকে আটটি বাহু হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং একটি বাঘের উপর বসে আছে।

দিন - ধূসর

পঞ্চমস্কন্দমাতা, পঞ্চমীতে পূজিত দেবী, স্কন্ধের মা (বা কার্তিকেয়)। ধূসর রঙ একটি মায়ের পরিবর্তনের শক্তির প্রতীক যখন তার সন্তান বিপদের মুখোমুখি হয়। তাকে একটি হিংস্র সিংহের উপর চড়ে দেখানো হয়েছে, তার চারটি হাত রয়েছে এবং তার বাচ্চাকে ধরে আছে।

- কমলা

ষষ্ঠ দিনএই দিনে কাত্যায়ন পূজিত হয়। কাত্যায়ন দুর্গার অবতার এবং সাহস প্রদর্শন করতে দেখানো হয় যা কমলা রঙের প্রতীক। যোদ্ধা দেবী হিসাবে পরিচিত, তাকে দেবীর অন্যতম হিংস্র রূপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই অবতারে, কাত্যায়নী সিংহকে চড়েন এবং তার চারটি হাত রয়েছে।

দিন 7 - সাদা

সপ্তম দিন বা সপ্তমী দেবী দুর্গার সবচেয়ে হিংস্র রূপ স্মরণ করে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে পার্বতী তার ফর্সা চামড়া সরিয়ে দিয়েছিল রাক্ষসসম্ভা এবং নিসুম্ভকে হত্যা করার জন্য। দিনের রঙ সাদা। সপ্তমীতে, দেবী একটি সাদা রঙের পোশাকে তার জ্বলন্ত চোখে প্রচুর রাগের সাথে উপস্থিত হন, তার ত্বক কালো হয়ে যায়।

সাদা রঙ প্রার্থনা এবং শান্তির চিত্র তুলে ধরে এবং ভক্তদের নিশ্চিত করে যে দেবী তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন।

দিন 8 - গোলাপী

মহাগৌরি বুদ্ধি এবং শান্তির প্রতীক। এই দিনের সাথে যুক্ত রঙ হল গোলাপী যা আশাবাদকে তুলে ধরে।

- হালকা নীল

নবম দিনউৎসবের শেষ দিনে, নবমীতে, মানুষ সিদ্ধিদাত্রীর কাছে প্রার্থনা করে। একটি পদ্মের উপর বসা, সিদ্ধিধাত্রী সব ধরনের সিদ্ধির অধিকারী এবং দান করেন বলে বিশ্বাস করা হয়। এখানে তার চারটি হাত রয়েছে। শ্রীলক্ষ্মী দেবী নামেও পরিচিত। দিনের হালকা নীল রঙ প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি প্রশংসার চিত্র তুলে ধরে।

স্বামী Tejomayananda Navaratri এর আধ্যাত্মিক তাত্পর্য

রাত্রি উপায়ে"রাতের" এবং নব মানে হলো "নয়টি"। নবরাত্রিতে ("নয় রাত"), মা দেবীর রূপেতার বিভিন্ন রূপেহিসাবে পূজা করা হয় ভগবানকেদুর্গা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। যদিও দেবী এক, তিনি প্রতিনিধিত্ব এবং তিনটি ভিন্ন দিক থেকে পূজা করা হয়। উৎসবের প্রথম তিন রাতে দুর্গার পূজা হয়। পরবর্তী লক্ষ্মী এবং তারপর সরস্বতী দেবী তিনটি রাতেশেষ তিন রাতে। পরের দশম দিনটিকেবলা হয় বিজয়দশমী। বিজয়া মানে "বিজয়", আমাদের নিজের মনের উপর জয় যা কেবল তখনই আসতে পারে যখন আমরা এই তিনজনকে পূজা করব: দুর্গা, লক্ষ্মীএবং সরস্বতী।

দুর্গা

মহৎ গুণ অর্জনের জন্য, মনের সমস্ত অশুভ প্রবণতা ধ্বংস করতে হবে। এই ধ্বংসকে দেবীপ্রতিনিধিত্ব করেছেন দুর্গা। দুর্গা হলেন দুর্গতি হরিনী: "যে আমাদের অশুভ প্রবণতা দূর করে।" এই জন্যই তাকেবলা হয় মহিষাসুরমহিষাসুরধ্বংসকারী মর্দিনী (অসুর), মহিষা অর্থ "মহিষ"। আমাদের মনেও কি মহিষ নেই?

মহিষ মানে তমোগুণ, অলসতা, অন্ধকার, অজ্ঞতা এবং জড়তার গুণ। আমাদেরও এই গুণগুলো আছে। আমরা ঘুমাতে ভালোবাসি। যদিও আমাদের ভিতরে প্রচুর শক্তি এবং সম্ভাবনা থাকতে পারে, তবুও আমরা কিছুই করতে পছন্দ করি না - ঠিক সেই মহিষের মতো যেগুলি জলের পুকুরে শুয়ে থাকতে পছন্দ করে। *Puraanic* গল্প, দুর্গা দেবী'রহত্যার *Mahisha* দৈত্যপ্রতীকী,বিনাশেরহয়। *tamoguna* আমাদের মধ্যে ধ্বংস করতে খুব কঠিন আমরা দুর্গা দেবী হাভানা (আত্মাহুতি), যে আমাদের মধ্যে দৈবশক্তি আমাদের animalistic প্রবণতার ধ্বংস করতে ডাকা।

লক্ষ্মী

আমাদের মধ্যে জ্ঞান ভোরের জন্য, আমাদের মনকে প্রস্তুত করতে হবে। মন হতে হবে বিশুদ্ধ, একাগ্র এবং একক বিন্দুযুক্ত; মনের এই শুদ্ধি লক্ষ্মী দেবীর পূজার মাধ্যমে পাওয়া যায়।

আজ আমাদের সমাজে, আমরা যখনভাবি, তখন আমরা লক্ষ্মীর কথাকেবল টাকার কথা ভাবি - সোনা এবং ডলারের বিল গণনা! এই কারণেই যদি কেউ লক্ষ্মী মন্দিরে যায়, কেউ ভিড় পাবে। সবাইপছন্দ করে লক্ষ্মী পূজা (লক্ষ্মী পূজা) কারণ তারা মনে করে যে সে বস্তুগত সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু প্রকৃত সম্পদ কি? এমনকি যদি আমাদের বৈষয়িক সম্পদ থাকে কিন্তু আত্ম-শৃঙ্খলা বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ না থাকে, না ভালবাসা, দয়া, সম্মান এবং আন্তরিকতার মূল্যবোধ থাকে, আমাদের সমস্ত বৈষয়িক সম্পদ হারিয়ে যাবে বা ধ্বংস হবে। প্রকৃত সম্পদ হল আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের অভ্যন্তরীণ সম্পদ যা আমরা আমাদের জীবনে অনুশীলন করি, যার দ্বারা আমাদের মন শুদ্ধ হয়। শুধুমাত্র যখন আমাদের এই মহৎ মূল্যবোধগুলো থাকবে তখনই আমরা আমাদের বৈষয়িক সম্পদ সংরক্ষণ করতে এবং এর সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হব। অন্যথায় অর্থ নিজেই একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

উপনিষদসালে ঋষিদের বস্তুগত সম্পদ শুধুমাত্র কখনও জিজ্ঞাসা। মন্ত্রগুলিতে তৈত্রীয় উপনিষদের, তারা প্রথমে তাদের মধ্যে সমস্ত মহৎ গুণাবলী সম্পূর্ণরূপে বিকাশ করতে বলেছিল। "মহৎ গুণাবলী অর্জন করার পর, প্রভু দয়া করে আমাদের সম্পদ নিয়ে আসুন" Valuesষিরা এখানে প্রকাশ করেছেন যে সঠিক মূল্যবোধ এবং ভাল গুণের অভাবে আমাদের সমস্ত অর্থ নষ্ট হয়ে যাবে এবং এর চারপাশের বিশ্বে এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

আমাদের গুণের সম্পদ আমাদের প্রকৃত লক্ষ্মী। তার গুরুত্ব আসলেযেদ্বারা প্রদর্শিত হয় আদি শংকরাচার্য নিজেকেমধ্যে *Vivekachudamani*বর্ণনা *sampati,*বসলেনঅথবা সম্পদ (মনের নিস্তব্ধতা, আত্মসংযম স্ব প্রত্যাহার, সহ্যশক্তি, বিশ্বাস ও একক সরু নেস) ছয় ফর্ম যে হয়জ্ঞান অর্জনের জন্য চাষ করা। এই গুণগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের লক্ষ্য হল মনের উপর জয়লাভ - এমন একটি জয় যাতে আমরা আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া প্রতিটি পরিবর্তনের দ্বারা বিরক্ত না হই। এই বিজয় তখনই আসে যখন মন প্রস্তুত হয় এবং এই মানসিক প্রস্তুতিপ্রতীক লক্ষ্মীপূজার।

সরস্বতী

মনের উপর বিজয় অর্জন করা যায় শুধুমাত্র জ্ঞানের মাধ্যমে, বোঝার মাধ্যমে; এবং দেবী সরস্বতী

যিনি আত্মার এই সর্বোচ্চ জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করেন।

যদিওঅনেক ধরনের জ্ঞান আছে বেদে - ধ্বনিবিদ্যা জ্যোতির্বিজ্ঞান, তীরন্দাজি, স্থাপত্য, অর্থনীতি ইত্যাদি - প্রকৃত জ্ঞান আধ্যাত্মিক জ্ঞানে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ভগবদ গীতায়: "আত্মার জ্ঞানই জ্ঞান"; এবং তিনি যোগ করেন, "এটা আমার বিভূতি, আমার গৌরব।" অন্য কথায়, আমাদের অন্যান্য অনেক বিষয় এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকতে পারে কিন্তু যদি আমরা আমাদের নিজের সম্পর্কে না জানি, তাহলে সেটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অতএব পরম জ্ঞান হল আত্মার জ্ঞান যা দেবীদ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় সরস্বতী।

নবরাত্রি

এইভাবে, নবরাত্রিতে, দেবী দুর্গার মন থেকে অশুচি দূর করার জন্য প্রথমে আহ্বান করা হয়।দেবী লক্ষ্মীকে মহৎ মূল্যবোধ ও গুণাবলী গড়ে তোলার জন্যআহ্বান জানানো হয়। পরিশেষে, সরস্বতীকে আত্মার সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্জনের জন্য আহ্বান জানানো হয়। এই তিনটি রাতের তিনটি সেটের তাৎপর্য যখন এই তিনটি তিনটি বিষয়গতভাবে অর্জিত হয়, এবং তারপরহবে বিজয়দশমী, সত্যিকারের বিজয়ের দিন!

Navaratri সময়ে, রাসা এরনাচ (আনন্দের নৃত্য) শ্রী কৃষ্ণ ও *gopis* এছাড়াও সঞ্চালিত হয়। মন যেমন বিশুদ্ধ, শান্ত শান্ত, এবং আরো প্রফুল্ল এবং বৃহত্তর বোঝাপড়া অর্জন করা হয়, আমরা কি সুখী বোধ করি না? অনুরূপভাবে রাস নাচ হল আনন্দ এবং উপলব্ধির নৃত্য। কিন্তু আজকাল,কৃষ্ণেরথিম শ্রী ও *gopis* প্রায়নাচ রাসা আমাদের সমাজে হারিয়ে গেলো বলে মনে হয়। অনুষ্ঠানের আসল অর্থ এবং উদ্দেশ্য প্রায়ই ভুলে যায়, কারণ অন্যান্য ধরনের নাচকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কেন নবরাত্রি উৎসব দিনের পরিবর্তে রাতেপালিত হয়? এটি আরেকটি আকর্ষণীয় প্রশ্ন। রাতের সময়টি সাধারণত আমরা ঘুমাতে যাওয়ার সময়, তাই আধ্যাত্মিক বার্তা হল, "তমোগুনের অজ্ঞতার মধ্যে আপনি যথেষ্ট দীর্ঘকাল বেঁচে আছেন। এখনই সময় জেগে ওঠার। ঘুম থেকে উঠুন!"

একটি পুজোর জন্য, দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা কখনই দেরি করে থাকতে রাজি নই এবং তাই আমরা জিজ্ঞাসা করি, "এটি কতক্ষণ শেষ হবে?" একটি দলের জন্য, আমরা কখনই এই প্রশ্ন করি না। রাত ১০ টায় পার্টি শেষ হলে আমরা বলি “কি! পার্টি শেষ?! এটা কোন ধরনের পার্টি?! " তবুও আমরা পুজোর জন্য জেগে থাকা কঠিন মনে করি!

আচারের গুরুত্ব

প্রত্যেকেই নয়, এটা সত্য, দার্শনিকভাবে সবকিছুর প্রশংসা করার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক ধরনের হবে। অতএব, দর্শন বা আধ্যাত্মিক সত্যকে কিছু আচার -আচরণগত রূপে দৃশ্যত প্রদর্শন করতে হবে। এইভাবে, যখন শিশুদের প্রথমে এটির সাথে পরিচয় করানো হয়, তারা একটি নৃত্য বা একটি উৎসব উপভোগ করে, এবং পরে পরবর্তীতে প্রশ্ন শুরু করে, "এই নাচ কি? আমরা কেন এই পুজো করছি?অর্থ কী নবরাত্রির? " সুতরাং এই প্রশ্নগুলি যখন শিশুদের মনে উদ্ভূত হতে শুরু করে তখন সংমিশ্রিত আচারের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

দুর্ভাগ্যবশত, যখন আমরা আমাদের শিশুদের মন্দিরে ফাংশনে নিয়ে যাই এবং তারা তারা যা দেখে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করে, আমরা তাদের উত্তর দিতে পারি না। তবুও যখন শিশুরা কিশোর বয়সে বিদ্রোহ করে, আমরা বলি, "বাচ্চাদের কি হয়েছে? এই বাচ্চারা ভয়ংকর। আমরা কখনই আমাদের ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করতাম না! ”

আমরা এই বিষয়ে গর্ব করি যে আমরা কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করতাম না, তবে আমরা যদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতাম এবং জানতে পারতাম তবে আরও ভাল হত। আমরা জিজ্ঞেস করিনি কেন? বুদ্ধিবৃত্তিক জড়তার কারণে। জড়তা বিভিন্ন ধরনের হয়। শারীরিক জড়তা ততটা খারাপ নয় কারণ এটি সাধারণত অস্থায়ী। এমন কিছু মানসিক বা আবেগগত মূর্খতাও আছে যার মধ্যে কিছু লোক থাকে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক জড়তা সবচেয়ে খারাপ ধরনের কারণ এর প্রভাবে আমরা মোটেও ভাবতে চাই না। বলা হয়ে থাকে যে মানুষ দুই মিনিট বাতাস ছাড়া, কয়েক দিন পানি ছাড়া, এক মাস বা তারও বেশি খাবার ছাড়া এবং প্রজন্ম ধরে চিন্তা না করে বাঁচতে পারে! কিছু মানুষ শুধু ভাবতে চায় না। এটি আমাদের অন্তর্গত মহিষা (অলস মহিষ), এবং আমাদের আধ্যাত্মিক মহিষা হল যে আমরা এই অজ্ঞতার ঘুম থেকে জেগে উঠতে চাই না।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমগ্রথিম বেদের প্রতিফলিত হয়েছে নবরাত্রি উৎসবে: মনকে শুদ্ধ করুন এবং সমস্ত নেতিবাচকতা দূর করুন; ইতিবাচক গুণাবলী গড়ে তোলা; আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করুন এবং সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করুন। এটাই আসল বিজয় - আনন্দের নৃত্য - আচারগতভাবে রাতে পরিবেশন করা হয়, যেমনটিএও শিবরাত্রি (শুভ রাত), আমাদের আধ্যাত্মিক জাগরণের প্রতীক।